মনোজ মিত্র ও চাক ভাঙা মধু

সম্পাদনা
জয়শ্রী রায়

বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ

MONOJ MITRA O CHAK BHANGA MADHU, Monoj Mitra and Chak Bhanga Madhu in New Perspectives by Dr. Jayasri Ray, Published by Debasis Bhattacharjee, Bangiya Sahitya Samsad, 6/2 Ramanath Majumder Street, Kolkata : 700 009, August : 2019 . ₹ 250.00

© অধ্যাপক তরুণ মণ্ডল

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া কোনো উপায়েই এই গ্রন্থের কোনো অংশের কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রথম প্রকাশ
অগস্ট, ২০১৯

প্রকাশক
দেবাশিস ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা : ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ
অতনু গাঙ্গুলী

বর্ণসংস্থাপন
তন্ময় ভট্টাচার্য
বরানগর

মুদ্রক
অজন্তা প্রিন্টার্স
কলকাতা : ৭০০ ০০৯

ISBN : 978-93-88988-18-6

মূল্য : দুশো পঞ্চাশ টাকা

বিষয় বিন্যাস

পঞ্চাশ বছর পরে	৯	সৌমিত্র বসু
নাট্যসৃজনের যাদুকর মনোজ মিত্র	১৫	অপূর্ব দে
বয়ে যাওয়া অনিঃশেষ জীবনের স্ফুলিঙ্গ...		
মনোজ মিত্রের সৃষ্টি কথা	২৪	বনানী চক্রবর্তী
নাট্যকার মনোজ মিত্র	৩৩	তপন মণ্ডল
অভিনেতা মনোজ মিত্র ও তার অভিনয় চিন্তা	৪৮	গৌরাঙ্গ দণ্ডপাট
আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে মনোজ মিত্রের নাটক :		
চাক ভাঙা মধু	৫৩	প্রবীর প্রামাণিক
মনোজ মিত্র : 'চাক ভাঙা মধু' (পুনর্বিচার)	৬১	রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
'চাক ভাঙা মধু' : ব্যঞ্জনাগর্ভ সুসঙ্গত নাম	৬৭	প্রসেনজিত দাস
চাক ভাঙা মধু : শোষিত মানুষের এক চিরন্তন জীবনালেখ্য	৭১	মঞ্জু সাহা
মাপা হাসি চাপা কান্না : 'চাক ভাঙা মধু'র কৌতুক	৭৭	শাওন নন্দী
'চাক ভাঙা মধু : মঞ্চে নেপথ্যে'	৮৩	অরুণকুমার সাঁফুই
চাক ভাঙা মধু : নাটক থেকে নাট্যে	৯৫	জয়শ্রী রায়
স্মৃতি দূরবীনে - 'চাক ভাঙা মধু'	৯৮	মীনাক্ষী সিংহ
চাক ভাঙা মধু : সংলাপের দর্পণে	১০১	স্বপন কুমার আশ
'চাক ভাঙা মধু' : সংলাপের ভাষা	১০৭	লায়েক আলি খান
চাক ভাঙা মধু : প্রত্যাঘাতের পদাবলী	১১২	সুরঞ্জন মিদ্দে
নাট্যসমালোচনার প্রেক্ষিতে চাক ভাঙা মধু	১২০	মনোজ ভোজ

❑ **চরিত্রচিত্রণ** (১২৫ - ১৬৪)

বাদামি চরিত্র	১২৫	জয়শ্রী রায়
দাক্ষায়ণী : ভিন্ন ভাবনায়, ভিন্ন গদ্যে	১৩১	স্নিগ্ধদীপ চক্রবর্তী
অঘোর : শ্বাপদের চেয়ে হিংস্র	১৩৭	স্বপন কুমার আশ
মাতলা—এক লড়াকু মানুষ	১৪১	সোমা ভদ্র রায়
প্রান্তিকতার নিজস্ব আলোকিত মাত্রা ও 'জটা' বৃত্তান্ত	১৪৬	নির্মাল্য মণ্ডল
সমাজ-বাস্তবতার গণিতের ছকে শঙ্কর চরিত্র	১৫৪	টুনু রানী বেরা
চাক ভাঙা মধু : প্রান্তজনের কথা	১৬১	অভিজিৎ বিশ্বাস

❑ **সাক্ষাৎকার : জয়শ্রী রায়ের সঙ্গে অন্যান্য** নাট্যব্যক্তিত্বের (১৬৫ - ১৯৯)

সাক্ষাৎকার — মায়া ঘোষ	১৬৭
সাক্ষাৎকার — অশোক মুখোপাধ্যায়	১৭৩
সাক্ষাৎকার — বিভাস চক্রবর্তী	১৮৬
সাক্ষাৎকার — মনোজ মিত্র	১৯৩
লেখক পরিচিতি	২০০

অভিনেতা মনোজ মিত্র ও তাঁর অভিনয় চিন্তা

গৌরাঙ্গ দণ্ডপাট

মনোজ মিত্র কেবলমাত্র একজন অত্যাশ্চর্য নট-এর নাম নয়। তিনি একালের নাটককারদের কূলপতি, নির্দেশনায় চঞ্চল দশকের পর দশক জুড়ে তিনি নাট্য সংগঠক। আবার কেবল মঞ্চ জুড়েই তার আধিপত্যর সীমা শেষ নয়। চলচ্চিত্রের অভিনেতা হিসেবেই আমরা তার মুগ্ধ দর্শক। তিনি একজন পণ্ডিত মানুষও বটে। যদিও সেকথাটি প্রায় নাটকীয় কৌশলে তিনি প্রচ্ছন্ন রেখে দিতে পারেন। তবু সারা জীবন পেশা হিসেবে অধ্যাপনা করেছেন তিনি। প্রথম জীবনে দর্শনের অধ্যাপনা তারপর থিয়েটার। থিয়েটারের দর্শন পড়িয়েছেন তিনি রবীন্দ্রভারতীর নাট্যবিভাগে। সারা জীবনে তিরিশটার বেশি নাটকের নির্মাণ করেছেন। ষাটের বেশি ছায়াছবি তার ঝুলিতে। তাঁর আশ্চর্য চরিত্র নির্মাণে মুগ্ধ সত্যজিৎ রায়, তপনসিংহ, বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর মতো পরিচালক। তাঁর নাটক অভিনীত হয়ে চলে শহরে, মফঃস্বলে, অফিসে, পাড়ায় পাড়ায়। অভিনব তার বিস্তার। তাঁর গল্প বলবার আশ্চর্য নাটকীয় প্রকরণটি থেকে বেরিয়ে আসে অপূর্ব সব চরিত্র। অনন্য নিরপেক্ষ সে চরিত্র প্লটের অধীশ্বর হয়ে ওঠেন মনোজ মিত্র।

তাঁর গোটাকতক নাটক ও চলচ্চিত্রের অভিনয়কে পুঁজি করে আমরা দেখতে চাইব কেমন অভিনেতা তিনি। কেন, কীভাবে তিনি আমাদের উচ্চমানের অভিনয়ের ধারায় এক অভিনব সংযোজন হয়ে উঠলেন? তার মঞ্চের উপস্থিতি কেনই বা কেড়ে নিল দর্শকের সবটুকু মনোযোগ। কোনো জাদুবলে শরীরের অধিক প্রকৌশল গ্রহণ না করেই কেবল মাত্র অভিব্যক্তি আর উচ্চারণের নাটকীয় অভিঘাতে এক বিস্ময়কর অনুরণন তুলতে পারলেন দর্শকের মনে মস্তিষ্কে। আমরা যারা তাঁর 'সাজানো বাগান' দেখেছি বহুবছর আগে তবু মৃত্যুর সঙ্গে লুকোচুরি চালানো জীবন প্রতীক বুড়োটিকে কেন ভুলতে পারি না আজও। গল্প হেকিম সাহেব এর জোতদার ওয়ালিখাঁর সময়-শাসিত বিচলনটি বিস্মৃত হওয়া কেনই বা সাধ্যাতীত আমাদের?

তার মানে তার অভিনয়ে এমন এক সুধা আছে। যার আস্বাদ আমাদের ব্যাকুল করে রেখেছে, ভুলতে দেয়নি। এইখানে তার জয়, এইখানে অভিনয় আনন্দ হয়ে ওঠে। চিরকালের আনন্দ। তাঁর কাছে নাট্যকথা মানে মনের কথারই 'নাট্য' হয়ে ওঠার নানা মাত্রার মানসিক প্রকরণ। সেকথা স্পষ্ট করেছেন তার 'মনের কথা : নাট্যকথা' বইটিতে। বস্তুত এই বইটিই অভিনেতা মনোজ মিত্র এবং অভিনয়ের সম্পর্কিত মনোজীয় অভিজ্ঞান।

তাঁর অভিনয় মানে শরীর মন আর উচ্চারণের ব্যালান্স, সিমেট্রি, প্রোপোরশ্‌ন এর নিহিত বোধ। শরীরকে সামান্য বেঁকিয়ে ছোঁড়া হুঙ্কার, হুঙ্কারকে কেমন করে বিমূর্তায়িত করে আমরা দেখেছি ওয়ালি খাঁর চরিত্রে। বাঞ্ছারামের জীবনাকৃতির সঙ্গে অসহায়ত্বর মেলবন্ধন দেখেছি সাজানো বাগানে সংলাপ বলার 'প্রোপাশ্‌ন' এ, শুধু দর্শকের জন্য নয়, নিজের জন্যও অভিনয় করেন মনোজ 'যেদিন মঞ্চে আমার দেহ আর মন এক মৃদঙ্গের বোলে কথা বলে। দেহ মন